'ভ্যাট দিচ্ছে জনগণ, দেশের হচ্ছে উন্নয়ন'

জাতীয় রাজস্ব বোর্ড
অভ্যন্তরীণ সম্পদ বিভাগ, অর্থ মন্ত্রণালয়
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

ভ্যাট দিবস ও ভ্যাট সপ্তাহ, ২০২৩

১০ ডিসেম্বর ভ্যাট দিবস
১০-১৫ ডিসেম্বর ভ্যাট সপ্তাহ

আমার ভ্যাট আমি দিব • কেনার সময় চালান নিব • ভ্যাট দিবস ২০২৩ • ভ্যাট সপ্তাহ ১০-১৫ ডিসেম্বর ২০২৩ • জাতীয় রাজস্ব বোর্ড

বিশেষ ক্রোড়পত্র | প্রকাশনায় : ভ্যাট অনুবিভাগ | সহযোগিতায়: তথ্য অধিদফতর (পিআইডি) এবং চলচ্চিত্র ও প্রকাশনা অধিদপ্তর (ডিএফপি), তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রণালয়

بسم الله الرحمن الرحيم

রাষ্ট্রপতি
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ
বঙ্গভবন, ঢাকা
২৫ অগ্রহায়ণ ১৪৩০
১০ ডিসেম্বর ২০২৩

বাণী

জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের উদ্যোগে আগামী ১০ ডিসেম্বর 'ভ্যাট দিবস' এবং ১০-১৫ ডিসেম্বর 'ভ্যাট সপ্তাহ' পালনের উদ্যোগকে আমি স্বাগত জানাই। এ উপলক্ষ্যে আমি সম্মানিত ব্যবসায়ী, ভোক্তা এবং সর্বস্তরের রাজস্বকর্মীদের জানাই আন্তরিক শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন। ভ্যাট দিবসের এবারের প্রতিপাদ্য 'আমার ভ্যাট আমি দিব, কেনার সময় চালান নিব' রাজস্ব সুরক্ষা অর্জনে যথার্থ হবে বলে আমি মনে করি।

রাষ্ট্র পরিচালনাসহ রাষ্ট্রের উন্নয়ন কর্মকাণ্ড অব্যাহত রাখতে এবং রাষ্ট্রের সকল ব্যয় নির্বাহ ও উন্নয়ন প্রকল্পসমূহ বাস্তবায়নে প্রয়োজনীয় অর্থের অন্যতম উৎস রাজস্ব খাত। উন্নয়নের মহাসড়কে দুর্বার গতিতে এগিয়ে যাচ্ছে বাংলাদেশ। বাংলাদেশকে উন্নত রাষ্ট্রে পরিণত করার লক্ষ্য নিয়ে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা 'রূপকল্প-২০৪১' ঘোষণা করেছেন। সরকার ইতোমধ্যে নিজস্ব অর্থায়নে মেগাপ্রকল্প পদ্মাসেতু বাস্তবায়ন, মেট্রোরেল, ঢাকা এলিভেটেড এক্সপ্রেসওয়ে ও দক্ষিণ এশিয়ার প্রথম টানেল তথা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান টানেল চালু করেছে। এছাড়া হযরত শাহজালাল আন্তর্জাতিক বিমান বন্দরে নির্মিত তৃতীয় টার্মিনাল সফলতার নতুন দিগন্ত উন্মোচন করেছে। এ সকল উন্নয়ন কর্মকাণ্ড বাংলাদেশকে বিশ্বে নতুনভাবে উপস্থাপন করবে বলে আমি বিশ্বাস করি।

সমৃদ্ধ রাজস্ব ভাণ্ডার গড়ে তুলতে রাজস্বকর্মীদের পাশাপাশি ভোক্তা সাধারণ ও ব্যবসায়ীবৃন্দকে ও অধিকতর দায়ীত্বশীল হতে হবে। আমি রাজস্ব আহরণের চলমান গতিধারাকে আরো বেগবান করতে ব্যবসায়ী, ভোক্তা সাধারণ ও রাজস্বকর্মীসহ সকলকে এগিয়ে আসার আহ্বান জানাচ্ছি।

আমি 'ভ্যাট দিবস' ও 'ভ্যাট সপ্তাহ-২০২৩' উদ্‌যাপন উপলক্ষ্যে গৃহীত সকল কর্মসূচির সার্বিক সাফল্য কামনা করি।

জয় বাংলা।
খোদা হাফেজ, বাংলাদেশ চিরজীবী হোক।

মোঃ সাহাবুদ্দিন

بسم الله الرحمن الرحيم

মন্ত্রী
অর্থ মন্ত্রণালয়
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

বাণী

প্রতিবছরের ধারাবাহিকতা বজায় রেখে জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের উদ্যোগে আগামী ১০ ডিসেম্বর, ২০২৩ খ্রিষ্টাব্দ 'ভ্যাট দিবস' এবং '১০-১৫ ডিসেম্বর, ২০২৩ 'ভ্যাট সপ্তাহ' দেশব্যাপী উদযাপিত হতে যাচ্ছে জেনে আমি অত্যন্ত আনন্দিত। এ উপলক্ষ্যে দেশের সম্মানিত ভ্যাট প্রদানকারীগণ এবং জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের সংশ্লিষ্ট সকলকে আন্তরিক অভিনন্দন ও শুভেচ্ছা জানাচ্ছি।

উন্নয়নশীল দেশ থেকে উন্নত দেশে উন্নীত হওয়ার কাঙ্ক্ষিত লক্ষ্যে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর সুযোগ্য নেতৃত্বে বাংলাদেশ দ্রুত এগিয়ে যাচ্ছে। নিজস্ব অর্থায়নে মেগাপ্রকল্প পদ্মা সেতু বাস্তবায়ন, মেট্রোরেল, ঢাকা এলিভেটেড এক্সপ্রেসওয়ে ও দক্ষিণ এশিয়ার প্রথম ট্যানেল বঙ্গবন্ধু ট্যানেল চালুকরণ সফলতার নতুন দিক উন্মোচন করেছে। সামাজিক সুরক্ষার জন্য সর্বজনীন পেনশন স্কিম চালুকরণ ও আশ্রয়ণ প্রকল্পের বাস্তবায়নও সরকারের একটি বড়ো অর্জন। এই অর্জনগুলোই আমাদের ২০৪১ সালের মধ্যে সুখী সৃমদ্ধ জ্ঞানভিত্তিক উন্নত দেশে পরিণত হতে এগিয়ে নিচ্ছে। বিভিন্ন প্রতিকূলতার মধ্যেও বাংলাদেশের অর্থনীতির ক্রমাগত এই প্রবৃদ্ধি ও উন্নতি সমগ্র বিশ্বে প্রশংসা অর্জন করেছে।

সরকারের বাজেটে পরিকল্পনা বাস্তবায়ন ও দেশের অধিকতর উন্নয়নে অভ্যন্তরীণ উৎস থেকে রাজস্ব আহরণের বিকল্প নেই। 'ভ্যাট দিবস' ও 'ভ্যাট সপ্তাহ' পালনের মাধ্যমে রাজস্ব প্রশাসনের সাথে করদাতা ও সর্বসাধারণের সরাসরি সংযোগ ঘটে। ফলশ্রুতিতে সম্মানিত করদাতাদের মাঝে যথাযথ ভ্যাট পরিশোধের বিষয়ে সচেতনতা বৃদ্ধি পায় এবং ভ্যাট কর্মকর্তাগণও তাদের দায়িত্ব আরও নিষ্ঠার সাথে পরিপালনে সচেষ্ট হন। বর্তমানে ঘরে বসে অনলাইন ভ্যাট নিবন্ধন গ্রহণ, কর পরিশোধ, রিটার্ন দাখিল ইত্যাদি কাজ নির্বিঘ্নে ও কমসময়ে সম্পাদন করা সম্ভব হচ্ছে। এর ফলে কাজে, স্বচ্ছতা ও গতিশলীতা বৃদ্ধি পেয়েছে। দেশের সার্বিক অগ্রগতি এবং উন্নয়ন কার্যক্রম সম্পাদন করার জন্য রাজস্ব আহরণের কোনো বিকল্প নেই। আমাদের রাজস্ব বিভাগ নানা প্রতিকূলতা পেরিয়ে এ রাজস্ব লক্ষ্যমাত্রা অর্জনে নিরলস পরিশ্রম করে যাচ্ছে। সম্মানিত ব্যবসয়ী ও জনগণ যথানিয়মে ভ্যাট প্রদান করে সার্বিক উন্নয়নে অংশগ্রহণ করার মাধ্যমে বাংলাদেশকে ২০৪১ সালের মধ্যে উচ্চ আয়ের দেশ হিসেবে গড়ে তোলার স্বপ্নপূরণে সহায়ক ভূমিকা পালন করবেন বলে আমি দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করি।

আমি 'ভ্যাট দিবস' ও 'ভ্যাট সপ্তাহ-২০২৩' উদ্‌যাপন উপলক্ষ্যে গৃহীত সকল কর্মসূচির সার্বিক সাফল্য কামনা করি।
জয় বাংলা, জয় বঙ্গবন্ধু
বাংলাদেশ চিরজীবী হোক।

(আ হ ম মুস্তফা কামাল, এফসিএ, এমপি)

بسم الله الرحمن الرحيم

সদস্য
মূসক নিরীক্ষা
জাতীয় রাজস্ব বোর্ড
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
ও আহ্বায়ক
ভাট দিবস ২০২৩ উদযাপন কমিটি

বাণী

জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের বৃহত্তম খাত 'ভ্যাট'। বৃহত্তর কলেবরের রাজস্ব লক্ষ্যমাত্রা সফল করার জন্য জাতীয় রাজস্ব বোর্ড বিভিন্ন পদক্ষেপের পাশাপাশি ১০ ডিসেম্বর 'ভ্যাট দিবস, ২০২৩ এবং ১০-১৫ ডিসেম্বর 'ভ্যাট সপ্তাহ, ২০২৩' পালনের উদ্যোগ নিয়েছে। এবারে ভ্যাট দিবসের প্রতিপাদ্য 'আমার ভ্যাট আমি দেব, কেনার সময় চালান নিব'। বর্তমানে জাতীয় পর্যায়ে ভ্যাট বিষয়ে অধিকতর সচেতনতা সৃষ্টি ও অভ্যন্তরীণ সম্পদ আহরণের গুরুত্ব তুলে ধরা এ দিবসের অন্যতম উদ্দেশ্য। ভ্যাট দিবস ও সপ্তাহের শুভক্ষণে দেশের সকল ভ্যাট প্রদানকারী, ভ্যাট সংগ্রাহক ও ভ্যাট সংশ্লিষ্ট সকলকে আন্তরিক অভিনন্দন।

স্বাধীনতার সুবর্ণ জয়ন্তীর মাহেন্দ্রক্ষণে বাংলাদেশ আজ বিশ্বে অর্থনৈতিক রোল মডেল। বিনিয়োগ ও উন্নয়নের অপার সম্ভাবনাময় বাংলাদেশে ভ্যাট ক্রমেই বিস্তৃত হচ্ছে। এক্ষেত্রে ভ্যাটের অবদান দৃশ্যমান। দেশের রাজস্ব তহবিল সমৃদ্ধ ও স্থিতিশীল করার লক্ষ্যে নিরলস কাজ করছে জাতীয় রাজস্ব বোর্ড। অর্জিত প্রবৃদ্ধি ধরে রাখা ও দেশকে ক্রমাগত উন্নতির শিখরে নিয়ে যেতে হলে ভ্যাটের আওতা বৃদ্ধি করতে হবে। জনগণকে ভালোবেসে ভ্যাট দিতে হবে। ভ্যাটের অর্থ আর্থসামাজিক উন্নয়ন, দারিদ্র্যবিমোচন, শিল্পখাত, প্রান্তিক গ্রামীন জনগোষ্ঠীর অর্থনৈতিক সহায়তা এবং বিদ্যুৎ ও জ্বালানি খাতসহ দেশের সামগ্রিক উন্নয়নে ব্যয় হচ্ছে। পদ্মা সেতু এর স্পন্দনময় দৃষ্টান্ত। এ জন্য জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের সক্ষমতা বৃদ্ধিতে আধুনিকায়নের বহুবিধ পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়েছে। এলক্ষ্যে, এনবিআর আইন ও বাস্তবায়ন প্রক্রিয়া সহজিকরণের ধারাবাহিক প্রচেষ্টা অব্যাহত রেখেছে।

যুগোপযোগী, পরিশুদ্ধ ও মানসম্মত রাজস্ব বিভাগ গঠনের পাশাপাশি রাজস্ব আদায়ে প্রশাসনিক ব্যয় বৃদ্ধি করা সম্ভব হলে রাজস্ব আদায় বহুলাংশে বৃদ্ধি পাবে। এনবিআর দেশের ব্যবসায়ী, পেশাজীবী সংগঠনের সাথে স্থানীয় নেতৃবৃন্দ ও প্রান্তিক জনগোষ্ঠীকে সম্পৃক্ত করেছে। বছরব্যাপী মতবিনিময় সভা, সেমিনার, সিম্পোজিয়াম অনুষ্ঠান করছে। দেশ ও সরকারের লক্ষ্যার্জনে এনবিআরের সকল পর্যায়ের কর্মীরা পরিশ্রম করছে। দেশে ভ্যাটকে জনমুখী ও সফল করার জন্য এবং ভ্যাট প্রদানে ভোক্তা সাধারণ ও সংগ্রাহক উভয় শ্রেনিকে অধিকতর সম্পৃক্ত ও সক্রিয় করার জন্য ভ্যাট দিবস ও ভ্যাট সপ্তাহের গুরুত্ব অপরিসীম। এ সময় ভ্যাটদাতা ও ভ্যাটগ্রহীতার পারস্পর্য বৃদ্ধি ও আস্থার সংকট দূর হয় পারস্পরিক মিথস্ক্রিয়ায়। রাজস্ব আদায়ে প্রশাসনিক ব্যয় বৃদ্ধি, প্রশাসনিক সংস্কার, আধুনিকায়ন ও সুশাসন প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে ভ্যাট সংগ্রহ বৃদ্ধিতে সকলকে কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে কাজ করতে হবে।

দেশের সর্বস্তরের ভ্যাটদাতাগণের পাশাপাশি 'ভ্যাট দিবস ও ভ্যাট সপ্তাহ, ২০২৩' আয়োজন ও উদযাপনে নিয়োজিত সকল স্তরের কর্মী, ভ্যাট আদায়ে সহযোগী সংশ্লিষ্ট সকলকে ধন্যবাদ জানাচ্ছি এবং ভ্যাট দিবস ও সপ্তাহ, ২০২৩ এর সাফল্য কামনা করছি।

জয় বাংলা

ড. মোঃ সহিদুল ইসলাম

ভ্যাট দিবস ও ভ্যাট সপ্তাহ২০২৩ এর প্রতিপাদ্য

বাংলাদেশের মূল্য সংযোজন কর ব্যবস্থা-ভ্যাট দিবসের ভাবনা

মূল্য সংযোজন কর (মূসক) বা ভ্যাট ব্যবস্থা আধুনিক বিশ্বে যে কোনো পরোক্ষ করের তুলনায় অধিকতর সমাদৃত একটি কর ব্যবস্থা। আমাদের দেশে ১৯৯১ সালে ভ্যাট ব্যবস্থা প্রবর্তনের পর থেকে অভ্যন্তরীণ রাজস্ব আহরণে ভ্যাট গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে আসছে। ভ্যাট ব্যবস্থার পূর্ণ সুফল পেতে হলে এ কর ব্যবস্থা সম্পর্কে জনমনে সচেতনতা সৃষ্টি করা অপরিহার্য। এ প্রেক্ষাপটে ভ্যাট সম্পর্কে জনসচেতনতা সৃষ্টির মাধ্যমে ভোক্তা সাধারণকে যথাযথ ভ্যাট প্রদানে উদ্বুদ্ধ করার প্রয়াসে বিগত বছরসমূহের ন্যায় এবারও ১০ ডিসেম্বর "ভ্যাট দিবস" এবং ১০-১৫ ডিসেম্বর "ভ্যাট সপ্তাহ ২০২৩" দেশব্যাপী উদ্‌যাপিত হচ্ছে। এ বছর ভ্যাট দিবসের মূল প্রতিপাদ্য হলো "আমার ভ্যাট আমি দিব, কেনার সময় চালান নিব"।

ভ্যাট দিবসের পটভূমি:
আমাদের দেশে ১৯৯১ সালে ভ্যাট ব্যবস্থা প্রবর্তিত হলেও ২০১১ সাল থেকে ভ্যাট দিবস উদ্‌যাপন করা হচ্ছে। ১০ জুলাই, ১৯৯১ তারিখে "মূল্য সংযোজন কর আইন, ১৯৯১" মহান জাতীয় সংসদে গৃহীত হয়েছিল বিধায় দুই বছর (২০১১, ২০১২) ১০ জুলাই মূসক দিবস হিসেবে পালন করা হয়। ১০ ডিসেম্বর, ২০১২ তারিখে "মূল্য সংযোজন কর ও সম্পূরক শুল্ক আইন, ২০১২" মহামান্য রাষ্ট্রপতির সম্মতি লাভ করে। ২০১৩ সাল থেকে ১০ ডিসেম্বর "ভ্যাট দিবস" এবং ১০-১৫ ডিসেম্বর "ভ্যাট সপ্তাহ" উদ্‌যাপন করা হচ্ছে। ইতোপূর্বে জাতীয় রাজস্ব বোর্ড কেন্দ্রীয়ভাবে এবং ঢাকার বাইরে ভ্যাট কমিশনারেটগুলো কর্তৃক নানা আয়োজনের মাধ্যমে ভ্যাট দিবস ও ভ্যাট সপ্তাহ উদ্‌যাপন করা হতো। বিগত তিন বছর বৈশ্বিক করোনা পরিস্থিতিতে সীমিত আকারে ভ্যাট দিবস ও ভ্যাট সপ্তাহ উদ্‌যাপন করা হচ্ছে। এ বছর বৈশ্বিক অর্থনৈতিক পরিস্থিতি এবং বাংলাদেশের অর্থনীতির ওপর তার অভিঘাতের কারণে ভ্যাট দিবস ও ভ্যাট সপ্তাহ সীমিত আকারে উদ্‌যাপন করা হচ্ছে।

উন্নয়নে রাজস্বের গুরুত্ব:
জাতীয় রাজস্ব বোর্ড অভ্যন্তরীণ রাজস্ব আহরণে উত্তরোত্তর প্রবৃদ্ধি অর্জনের মাধ্যমে সরকারের টেকসই উন্নয়ন অভীষ্টসমূহ (এসডিজি) বাস্তবায়নে বিভিন্ন উন্নয়ন প্রকল্পে অর্থ যোগান দিয়ে আসছে। এ বিপুল কর্মকাণ্ডে মূলত অভ্যন্তরীণ উৎস হতে অর্থায়ন করতে হবে। বৈশ্বিক উন্নয়ন এজেন্ডা ২০৩০ এর সর্বশেষ লক্ষ্য হিসেবে "এসডিজি-১৭" গৃহীত হয়েছে যার মূল লক্ষ্য হলো টেকসই উন্নয়নের জন্য বৈশ্বিক অংশীদারিত্ব উজ্জীবিতকরণ এবং বাস্তবায়নের উপায়গুলো শক্তিশালীকরণ। জাতীয় রাজস্ব বোর্ড এ সক্ষমতা অর্জন করার জন্য বহুবিধ কৌশল গ্রহণ করেছে। ২০২৩-২৪ অর্থবছরের বাজেটে মোট ব্যয়ের আকার ৭,৬১,৭৮৫ কোটি টাকা। এর মধ্যে জাতীয় রাজস্ব বোর্ড কর্তৃক আদায়ের লক্ষ্যমাত্রা ৪,৩০,০০০ কোটি টাকা, জাতীয় রাজস্ব বোর্ড বহির্ভূত কর খাতে লক্ষ্যমাত্রা ২০,০০০ কোটি টাকা। মোট কর রাজস্ব ৪,৫০,০০০ কোটি টাকার মধ্যে জাতীয় রাজস্ব বোর্ড নিয়ন্ত্রিত করসমূহ হতে ৪,৩০,০০০ কোটি টাকা আহরণের লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করা হয়েছে। তন্মধ্যে স্থানীয় পর্যায়ের মূসক ১,৫৯,১০০ কোটি টাকা (৩৭%) নির্ধারণ করা হয়েছে।

বাংলাদেশে ভ্যাট ব্যবস্থার প্রবর্তন:
বাংলাদেশ সরকার ১৯৭৯ সালে রাজস্ব নীতিতে সংস্কার আনয়নের লক্ষ্যে Taxation Enquiry Commission গঠন করে। এই কমিশনের উদ্দেশ্য ছিল বিক্রয় কর (Sales Tax) এর বিকল্প হিসেবে একটি কৌশল উদ্ভাবন করা। উক্ত কমিশন ১৯৭৯ সালের এপ্রিল মাসে ভ্যাট ব্যবস্থা চালু করার সুপারিশ করে। ১৯৮৯ সালের ডিসেম্বর মাসে বিশ্বব্যাংকের একটি প্রতিনিধি দল বাংলাদেশের কর ব্যবস্থায় সংস্কারের লক্ষ্যে একটি প্রতিবেদন দাখিল করে। প্রতিবেদনে তিন বছরের মধ্যে ভ্যাট ব্যবস্থা প্রবর্তন করার সুপারিশ করা হয়। এর ধারাবাহিকতায় মূল্য সংযোজন কর আইন, ১৯৯১ প্রণয়ন করা হয় যা ১৯৯১ সালের ১ জুলাই থেকে কার্যকর হয়। উক্ত আইন বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে আদর্শ ভ্যাট ব্যবস্থার বিচ্যুতি ঘটায় একটি নতুন, যুগোপযোগী ও অনলাইনভিত্তিক আইন প্রণয়নের লক্ষ্যে মূল্য সংযোজন কর ও সম্পূরক শুল্ক আইন, ২০১২ প্রণয়ন করা হয় যা বিগত ১ জুলাই ২০১৯ হতে কার্যকর হয়েছে।

বাংলাদেশে আদর্শ ভ্যাট ব্যবস্থা নির্মাণে চ্যালেঞ্জসমূহ:
নতুন ভ্যাট আইনের মূল লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য একটি আদর্শ ভ্যাট ব্যবস্থা প্রণয়ন করা হলেও বাস্তবতার নিরিখে উক্ত ভ্যাট ব্যবস্থা নানাবিধ চ্যালেঞ্জের সম্মুখীন হচ্ছে, যথা: আমদানি পর্যায়ে আগাম কর, করের উপর কর, টার্নওভার কর, নির্ধারিত পরিমাণ ভ্যাট, মূল্য ঘোষণা, সেবার সংজ্ঞা নির্ধারণ, হ্রাসকৃত ভ্যাট হার, উৎসে ভ্যাট কর্তন ইত্যাদি। এ সকল বিচ্যুতির কারণে আমাদের দেশে একটি আধুনিক ও আদর্শ ভ্যাট ব্যবস্থা নির্মাণ করা এখনও সুদূর পরাহত রয়েছে। অংশীজনদের দাবিসহ নানাবিধ কারণে উক্তরূপ বিধান আইনে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে।

চ্যালেঞ্জ মোকাবিলায় গৃহীত সংস্কার:
আমাদের দেশের অর্থনীতির আকার-আকৃতি অনুযায়ী রাজস্ব আহরণ উল্লেখযোগ্যভাবে বৃদ্ধি করার সম্ভাবনা রয়েছে। রাজস্ব পরিহারের প্রবণতা ছাড়াও কর-সংস্কৃতি বিকশিত না হওয়া, যথাযথ অবকাঠামো স্থাপিত না হওয়া এবং সর্বোপরি রাজস্ব ব্যবস্থাপনায় পূর্ণাঙ্গ অটোমেশন না হওয়ায় আমাদের দেশের ভ্যাট ব্যবস্থাপনা এখনো আধুনিক ও আদর্শ ভ্যাট ব্যবস্থাপনা হিসেবে প্রতিষ্ঠিত হতে পারেনি। World Economic Outlook এর এপ্রিল ২০২১ সংখ্যার তথ্য অনুসারে, ২০১৬ থেকে ২০২০ পর্যন্ত ৫ বছরে দেশের গড় কর-জিডিপি অনুপাত ছিল ৯.৯%। ইতোমধ্যে অর্থনৈতিক কার্যক্রম পরিমাপ করার জন্য বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো কর্তৃক ভিত্তি বছর ২০০৫-০৬ এর স্থলে ২০১৫-১৬ পুনঃনির্ধারণ করার ফলে ২০২০-২১ অর্থবছরে কর-জিডিপি অনুপাত হ্রাস পেয়ে ৭.৭% এ দাঁড়ায় যা ২০২২ সালে ৭.৯% এ উন্নীত হয়। ৮ম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায় ২০২৩, ২০২৪ ও ২০২৫ অর্থবছরে কর-জিডিপি অনুপাতের প্রক্ষেপণ হলো যথাক্রমে ১৩.৪%, ১৪.৫% ও ১৫.৯%। অর্থাৎ, অভ্যন্তরীণ রাজস্ব সংগ্রহের ক্ষেত্রে বড়ো ধরনের অগ্রগতি প্রয়োজন হবে।

সংস্কারমূলক নীতি:
টেকসই উন্নয়নের অভীষ্টসমূহ অর্জনে নতুন নীতি-কৌশল অনুসরণ করে দেশে বিনিয়োগ বৃদ্ধির মাধ্যমে শিল্পায়ন, দারিদ্যবিমোচন, বৈষম্য হ্রাস ও বাণিজ্য সহায়ক পরিবেশ সৃষ্টি জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের মূল লক্ষ্য। এসব নীতি সহায়তার মধ্যে অন্তর্ভুক্ত রয়েছে- প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর জীবনযাত্রাকে প্রভাবিত করে এমন পণ্য ও সেবাকে ভ্যাট অব্যাহতি প্রদান করা; বিদেশ নির্ভরতা কমিয়ে দেশীয় শিল্পের বিকাশ; দেশীয় জাহাজ শিল্প, মোবাইল ফোন সেট উৎপাদন, মোটর কার ও মোটর ভেহিকেল সংযোজন শিল্প, ঔষধের কাঁচামাল উৎপাদন শিল্পসহ আরো কয়েকটি খাতে অব্যাহতি/রেয়াতি সুবিধা প্রদান; কৃষি, পোলট্রি ও ডেইরী খাতের প্রয়োজনীয় যন্ত্রপাতি, সরঞ্জাম ও কীটনাশক এর জন্য অব্যাহতি সুবিধা প্রদান; তথ্যপ্রযুক্তি নির্ভর খাতে অব্যাহতি সুবিধা প্রদান; তামাক ও তামাকজাত পণ্যের কর কাঠামো যৌক্তিকিকরণ এবং জীবনধারণের মৌলিক উপাদান নয় ও অত্যাবশ্যকীয় নয় এমন পণ্যের আমদানি নিরুৎসাহিত করা।

সহজীকরণ, সচেতনতা ও পরিপালন বৃদ্ধি:
ভ্যাট আইনের পরিপালন বৃদ্ধির লক্ষ্যে প্রতিবছর বাজেট কার্যক্রমের অংশ হিসেবে অংশীজনদের সাথে পরামর্শক্রমে আইনের প্রায়োগিক ও পদ্ধতিগত জটিলতা নিরসনপূর্বক সহজীকরণ করা হচ্ছে। যেমন : বিদুৎ বিলের বিপরীতে মোবাইল ব্যাংকিং প্রতিষ্ঠান কর্তৃক ইস্যুকৃত চালানপত্রকে কর চালানপত্র হিসেবে বিবেচনা করা, 'মার্কেট প্লেস' বিষয়টি অন্তর্ভুক্ত করে "অনলাইনে পণ্য বিক্রয়" সেবার সংজ্ঞা সংশোধন করা, রিফাণ্ড সৃষ্টি হয় এরূপ কতিপয় ক্ষেত্রে আগাম কর অব্যাহতি প্রদান, কর নির্ধারণ ও জরিমানা আরোপ একই সাথে করার লক্ষ্যে আইনে প্রয়োজনীয় সংশোধন আনয়ন, ন্যায় নির্ণয়নের আর্থিক সীমা বৃদ্ধি, চুক্তিভিত্তিক উৎপাদনের ক্ষেত্রে উৎপাদন প্রক্রিয়া সহজীকরণের লক্ষ্যে সংশ্লিষ্ট বিধি সংশোধন, বিলম্বে দাখিলপত্র পেশের ক্ষেত্রে আবেদনের সময়সীমা যৌক্তিককিরণ, একক চালানে ৫০ লক্ষ টাকার পরিবর্তে মাসিক নীট প্রদেয় ১০ লক্ষ টাকা হলে বাধ্যতামূলকভাবে এ-চালান/ ই-পেমেন্টের মাধ্যমে পরিশোধ- ইত্যাদি ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে।

অটোমেশন:
ভ্যাট ব্যবস্থা অটোমেট করার লক্ষ্যে ২০১৮ সালের ১লা এপ্রিল হতে Integrated VAT Administration System (IVAS) স্থাপন করা হয়েছে। এখন করদাতাগণ যেকোনো স্থান হতে অনলাইনে ভ্যাট নিবন্ধন গ্রহণ, সংশোধন, দাখিলপত্র দাখিল, কর পরিশোধসহ প্রাসঙ্গিক অন্যান্য কাজ করতে পারেন। ভ্যাট ব্যবস্থায় অটোমেশন কার্যক্রমের কিছু উল্লেখযোগ্য দিক হলো: অনলাইনে ভ্যাট নিবন্ধন, অনলাইনে দাখিলপত্র দাখিল, অনলাইনে কর পরিশোধ (e-payment), ই-মেইল ও টেক্স মেসেজের মাধ্যমে নোটিশ প্রদান, ভ্যাট সফটওয়্যারের মাধ্যমে হিসাব সংরক্ষণ, EFDMS প্রবর্তন, EFDMS আউটসোর্সিং এবং ভ্যাট ইনভয়েস অটোমেশনের কার্যক্রম গ্রহণ।

ভ্যাট ব্যবস্থাপনায় কাঠামোগত সংস্কার:
দেশে বিগত এক দশকে মোট দেশজ উৎপাদনের পরিমাণ ১২৮ বিলিয়ন মার্কিন ডলার হতে প্রায় ৪৪৬ বিলিয়ন মার্কিন ডলারে উন্নীত হয়েছে। এ উচ্চ অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধির সাথে তাল মিলিয়ে রাজস্ব ব্যবস্থাপনা বিনির্মাণের লক্ষ্যে জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের ভ্যাট অনুবিভাগেও কাঠামোগত সম্প্রসারণের কার্যক্রম বাস্তবায়নাধীন রয়েছে। প্রেক্ষিত পরিকল্পনা, ২০৪১ অনুযায়ী ২০৪১ সালের মধ্যে রাজস্ব প্রশাসনে কাঠামোগত সংস্কারসহ যৌক্তিককিরণ, কর ভিত্তি সম্প্রসারণ, নিরীক্ষা, অটোমেশন, ডিজিটাল প্রযুক্তি ব্যবহার, কারিগরি দক্ষতা উন্নয়ন, করদাতাদের পরিবীক্ষণ, কর প্রদানে আগ্রহ বাড়াতে কার্যকর সেবা প্রদান এবং রাজস্ব আদায় সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানগুলোকে আধুনিক প্রতিষ্ঠানে রূপান্তরকল্পে সাংগঠনিক সংস্কারের সুপারিশ করা হয়েছে।

সমস্যা ও সম্ভাবনা:
আমাদের দেশের ভ্যাট ব্যবস্থায় অব্যাহতির ক্ষেত্র ব্যাপক এবং মূলত এই কারণে, কর-জিডিপি অনুপাত সন্তোষজনক পর্যায়ে উন্নীত করা সম্ভব হচ্ছে না। যে সকল খাতের দেশের অর্থনীতিতে দুটি উপায়ে যথা: বৈদেশিক মুদ্রা সাশ্রয় এবং অভ্যন্তরীণ সম্পদ আহরণের মাধ্যমে অবদান রাখার অধিক সম্ভাবনা রয়েছে, সে সকল খাতকে সক্ষম করার লক্ষ্যে অব্যাহতি প্রদান করা হয়েছে। আমাদের দেশের ভ্যাট ব্যবস্থায় ফাঁকির পরিমাণও উল্লেখযোগ্য। ভ্যাট ফাঁকি রোধে জনসচেতনতা প্রভূত অবদান রাখতে পারে। সিগারেট খাতে স্থানীয় রাজস্বের পরিমাণ মোট স্থানীয় রাজস্বের প্রায় ৩০%। সরকারের বিদ্যমান তামাক নীতি অনুযায়ী ২০৪০ সালের মধ্যে দেশকে তামাকমুক্ত করতে হবে। ফলে, এ খাতে রাজস্ব আহরণে ব্যাপক নেতিবাচক প্রভাব পড়বে। তাই, বিকল্প রাজস্বের উৎস অনুসন্ধান করতে হবে। সরকারের স্মার্ট বাংলাদেশের স্বপ্নের সাথে তাল মিলিয়ে এগিয়ে যাচ্ছে দেশ এবং দেশের ব্যবসাবাণিজ্য। এশীয় উন্নয়ন ব্যাংকের হিসাবে, যেখানে ২০১৫ সালে বিশ্বের মোট খুচরা ব্যবসায়ের মধ্যে ই-কমার্সের অংশ ছিল মাত্র ৭.৪%, মাত্র পাঁচ বছরে ২০২০ সালে এর পরিমাণ বেড়ে দাঁড়ায় প্রায় ১৯% যা বর্তমানে আরো বৃদ্ধি পেয়েছে। এর মধ্যে এশিয়া ও প্রশান্ত মহাসাগরীয় অঞ্চলে এই প্রবৃদ্ধি সর্বাধিক যার মধ্যে বাংলাদেশও অন্তর্ভুক্ত রয়েছে। জাতীয় রাজস্ব বোর্ড সম্প্রতি ফেসবুক, গুগলসহ অন্যান্য অনাবাসিক সত্তাকে ভ্যাট নিবন্ধনের আওতায় এনেছে। অনলাইন খাতের রাজস্ব সঠিকভাবে আহরণ করার জন্য সম্প্রতি মূসক নিরীক্ষা, গোয়েন্দা ও তদন্ত অধিদপ্তর, মূল্য সংযোজন কর (ভ্যাট গোয়েন্দা) এর আওতায় একটি ডিজিটাল ইকোনোমি সেল গঠন করা হয়েছে। এছাড়া, ঝুঁকি ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে নিরীক্ষা কার্যক্রম সম্পাদনের লক্ষ্যে Complaince Risk Management Unit (CRMU) গঠন প্রক্রিয়াধীন রয়েছে। আমদানিকৃত সেবার ওপর যথাযথ ভ্যাট প্রাপ্তির লক্ষ্যে ভ্যাট আইনে উন্নত দেশের অনুসরণে রিভার্স চার্জের মত ধারণা অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। ডিজিটাল বাংলাদেশ থেকে স্মার্ট বাংলাদেশ নির্মাণের পথপরিক্রমায় দৃশ্যমান হচ্ছে নিত্য নতুন চ্যালেঞ্জ এবং খুলে যাচ্ছে নতুন নতুন সম্ভাবনার দ্বার।

ভ্যাট আহরণে জনসচেতনতা:
আন্তর্জাতিক বাণিজ্য শুল্কের মাধ্যমে আমাদের দেশের রাজস্ব আহরণ তুলনামূলকভাবে হ্রাস পাচ্ছে। এ প্রেক্ষাপটে আমাদের ভ্যাটের মাধ্যমে রাজস্ব আহরণের ওপর জোর দিতে হবে যা ভোক্তার ভোগ ব্যয়ের সাথে সম্পর্কিত। আমাদের দেশের দ্রুত বর্ধনশীল অর্থনীতিতে মিডল ক্লাস বা মধ্যম আয়ের পরিবার দ্রুত বিস্তৃত হচ্ছে। অভ্যন্তরীণ রাজস্বের সিংহভাগ ভ্যাট থেকে আহরিত হয়। রাজস্ব আহরণে সকল অংশীজনদের সম্পৃক্ত করা তাই এখন জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের অন্যতম অগ্রাধিকার। এ বিষয়টিকে গুরুত্ব দিয়ে এ বছর ভ্যাট দিবসের মূল প্রতিপাদ্য নির্ধারণ করা হয়েছে- "আমার ভ্যাট আমি দিব, কেনার সময় চালান নিব